হাজার যুগের শ্রেষ্ঠ মানব

আমি আজ বায়ান্নর কথা বলব না,
বলব না একাত্তরের ভয়াল যুদ্ধের কথা,
মায়ের বুক খালি করার কথা বলবো না,
আমাকে আর রেখাপাত করতে হবেনা
২৫শে মার্চের কালো রাত্রির দিকে।
যা আমাদেরকে শুধু কাঁদিয়েছে
পরিশেষে দিয়েছে স্বস্তির নিঃশ্বাস।
আমি এক নতুন ইতিহাসের কথা বলবো,
সেই '৭৫-এর ১৫ই আগষ্টের কথা।
আমি আজও শুনতে পাই সেই বুলেটের শব্দ
যা কেড়ে নিল বাংলার শ্রেষ্ঠ মানবকে।
মনে আছে, সেই আর্তচিৎকার
যা আকাশে বাতাসে আলোড়ন তুলেছিল,
এখনও আমার হৃদয়ে স্পন্দন তুলে।
তাঁর তো কোন দোষ ছিল না, কিন্তু কেন তাঁকে ছিনিয়ে নিল
একদল পশু,
আমি আজও দেখতে পাই সেই মেঝেতে
লেপ্টে থাকা রক্তের বন্যা।
কিন্তু কেন তিনি সংগ্রাম ঘোষণা করলেন প্রতিটি পদার্পণে,
এ সংগ্রাম সত্যাগ্রহ।
বারংবার মনে পড়ে '৭১-এর মার্চের কথা
প্রতিটি ধ্বনিতে বাংলার মানুষের জেগে উঠার আহ্বান।
হে বাঙালী, চোখের জল মুছে ফেল,
তার দীপ্ত মন্ত্রে দিক্ষিত হও, গর্জে ওঠো,
আমরা তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবো হাজারও সন্তানের মাঝে,
তোমাদের কাছে আমার এই অঙ্গীকার।

বাংলার ইতিহাস

তুর্কি মোঘল পাঁচশ বছর,
ইংরেজ দু'শো, এরপর পাকিস্তান,
শত শত মানুষের রক্ত স্নান-ষড়যন্ত্রের সূচনা।
করাচী, রাওয়ালপিণ্ডি, ইসলামাবাদ
তিনবার রাজধানী বদল,
কোটি টাকার পাহাড় গড়ে পশ্চিম পাকিস্তান।

তারপর পসরা বৈষম্যের
করাচীর ছাত্র চারটাকা, ঢাকার ছাত্র খণ্ডিত এক পাই।
সর্বত্র বিদ্রোহের জাল
হাজং, নানকার আন্দোলন, নাচোলের বিদ্রোহ
শত শত কৃষক নিধন।
চারিদিকে দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর ছিয়াত্তরের, লোকান্তর চল্লিশ লক্ষ।

রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।
হরতাল, মানি না, মানবো না–এ অবজ্ঞা
ভাষা শহীদের রক্তে ভেজা–ক, খ, ঙ, অ
এরপর আইয়ুবের বন্দুকী শোষণ '৬২
জাতির দুর্যোগ—নৌকার হাল ধরেন
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি—শেখ মুজিব।
৬-দফা, পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য হিস্যা দাও।
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা—চুপ যা বাঙালি
কিন্তু না বাঙালি শত্রু চেনে—রাজবন্দীদের মুক্তি চাই।
ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান।
ক্ষমতা বদল ইয়াহিয়ার উৎপত্তি।
ছয় দফা নয়, এবার একদফা—শুধু স্বাধীনতা চাই।

এরপর জন্ম দিল কালোরাত্রি, নয় মাসের গেরিলাযুদ্ধ
লক্ষ কোটি বিসর্জন,
কাঁদো বাঙালি কাঁদো
শত শত বুদ্ধিজীবী নিধন।

ওদের রক্ত গোধূলিতে মুক্তির স্বাদ পেল ইতিহাস।
আমরা পেলাম স্বাধীন বাংলা।
আর এ জয় এনেছে রক্ত গোলাপের স্বপ্ন
ও স্বাধীন ইতিহাস।

একটি রাতের গল্প

রক্ত দিয়ে শুরু রক্ত দিয়ে শেষ,
বাংলা দাম দিয়েছে বেশ।
ছিন্ন দাসত্বের নাগপাশ, সংগ্রাম নয় মাস,
আর ত্রিশলক্ষ প্রাণ।

গল্প বলি শোন একটি রাতের গল্প,
পঁচিশ মার্চ বৃহস্পতিবার
গ্যাসোলিন, সাঁজোয়া ট্যাংক, গোলন্দাজ,
আর তিন ব্যাটেলিয়ান, লক্ষ্য প্রথম ছাত্র, জনতা।
রাত এগারো—গুলিবর্ষণ, মৃতদেহের স্তূপ,
লালরক্তে রেললাইনের বস্তি, রাজারবাগে রক্তাক্ত করিডোর,
হলে হলে গণকবর।
রাত–দেড়, বাড়ি ঘেরাও
"শেখ নীচে নেমে আসুন," এবার মুজিব গ্রেফতার।
পাকিস্তানী সৈন্যের হাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ নথিপত্র,
পদ-দলিত লাল, সবুজ, হলুদের পতাকা।

চারিদিকে আগুন, প্রচণ্ড শেলিং, কালো ধোঁয়া
পোড়াবাড়ির ভস্ম, পোড়া মাংসের গন্ধ।
ক্রমশঃ নিথর গতি,
ভোরে পেলাম নিস্তব্ধ শহর এক,
ফিরে আসা দু'একটি ট্যাংকের শব্দ,
কনভয়ের চিৎকার।
পরিত্যক্ত, ধ্বংস, মৃত এই প্রান্তরে
কাক, শকুনিরা খুঁজে পেল তাজা রক্ত,
আমি পেলাম স্বপ্ন জয়ের গল্প।

বঙ্গবন্ধু

তুমি দৃঢ়, তুমি স্যাহসী
তুমি মোহিনী শক্তির প্রতীক,
তুমি ঐক্য ও সংহতির প্রগাঢ় বিশ্বাস,
তুমি বিপ্লবী অগ্নি-পুরুষ।

তোমার আছে ইস্পাত কঠোর সংকল্প,

শত্রুদমনের অদম্য শক্তি,
তাইতো তুমি হাসো বিজয়ের হাসি।

তুমি ভয় কর না আগারতলা ষড়যন্ত্র মামলা,
তুমি ভয় কর না পাকিস্তানী চক্রের অসংযত আচরণ,
তুমি নির্যাতিত মানুষের প্রতিনিধি,
ভালোবাসাসিক্ত বীরের প্রতিচ্ছবি।
তুমি প্রাণ, বাংলা তোমার দেহ,
তুমি বোধ, বাংলা তোমার শিরা-উপশিরা ও ধমনী।
তুমিইতো বাংলার আবাল-বৃদ্ধ বনিতার ভাবাবেগের উৎস,
কেউ তোমায় বলে নেতা, কেউ বলে পিতা
কেউ বলে শেখ মুজিব,
আমি বলি তুমি বঙ্গেরই বন্ধু
তুমিইতো জীবন্ত বাঙালিসত্ত্বার প্রতীক।

বিবেক কী বলে?

সত্যি বলতে কি একটি দেশ নাকি একজন ব্যক্তি?
আমাদের চেতনায় ফুটো ধরেছে নাকি
আমরা ভয়, মেরুদন্ডহীনতায় ভুগছি?
আর নিজেদের চিনতে ভুল করছি বেশি,
আমরা স্বার্থপরের মত শুধু নিতেই শিখেছি,
বিনিময়ে দেইনি কিছুই। বুঝতে পারছি–
আমাদের বিবেক শুকিয়ে যাচ্ছে, মেরুদণ্ডে ভাঙন ধরেছে।
কি দাও নি তুমি?
বাঙালি জাতিসত্ত্বার স্বপ্ন, ম্যাগনাকার্টা,
৭ই মার্চের ভাষণ, আজও কানে ভাসে,
রক্তে কাঁপুনি তুলে। পরিশেষে একটি দেশ।
আমরা কি দিলাম?
'৭৫-এ স্বপরিবারে গণহত্যা, বিচারহীন কাঠামো,
বৈরিতা, নির্লজ্জ স্বার্থপরতা,
জাতিসত্তায় হিংস্র রাজনীতির বিষাক্ত ছোবল,
শেকড় নির্মূল অভিযান।
কাঁদছো কেন পিতা?
এদেশের মাটি, বাতাস, আকাশ
আজীবন তোমায় স্মরণ করবে, ওরা স্বার্থপর নয়।
চোখের জল মুছে ফেল।
বিবেক শুকিয়ে গেলেও মরে যায়নি,
আবারও জাগিয়ে তোল আমাদের, ভেঙে ফেল বিষদাঁত,
ভেঙে ফেল আমাদের কাপুরুষতার খোলস,
পূরণ কর আরও একটি স্বপ্ন।

ইতিহাস ও রেসকোর্স ময়দান

তুমি ইতিহাস স্রষ্ঠা
নাকি ইতিহাস দ্রষ্টা?
যে তুমি মুক্তির সংগ্রাম
৭ই মার্চের রৌদ্রদীপ্ত
সাড়ে তিনটেয়, মুজিবের স্বাধীনতার ডাক।
নয় মাসের রক্তাক্ত ইতিহাস।
সেই তুমি শীতের পড়ন্ত বিকেলে
জেগে উঠা স্বাধীনতার সূর্য,
পাকবাহিনীর বেল্টবিহীন
অস্ত্র সমর্পণ, নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল।

তুমি বদলে দাও ইতিহাস
জন্ম দাও এক একটি অধ্যায়
বিলোপ কর শোষণ আর বঞ্চনা
ছড়িয়ে দাও মুক্তির আলোকচ্ছটা।

শেখ মুজিব মরেননি

বঙ্গবন্ধু মরেনি,
যদি জনতার স্রোতকে প্রশ্ন করি
সে বলবে—তিনি তো মিশে আছেন বাঙালির স্রোত ধারায়,
যদি ফুলকে প্রশ্ন করি,
ফুল বলবে—সেতো আমারই মত নিজেকে বিলিয়ে দিতে জানে,
যদি নিজেকে প্রশ্ন করি,
মন বলবে—সুন্দরের চেয়েও যে সুন্দর,
আলোকের চেয়েও যে বেশি আলো দেয়,
সে এক বিধাতার অনবদ্য সৃষ্টি, শেখ মুজিব।